



প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর

নয়ডা ও দিল্লির মধ্যে নতুন মেট্রো সংযোগের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী

Posted On: 26 DEC 2017 5:55PM by PIB Kolkata

নয়ডা ও দিল্লির মধ্যে একটি নতুন মেট্রো সংযোগের আজ সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। নয়ডার বোটানিক্যাল গার্ডেন থেকে দক্ষিণ দিল্লির কালকাজি মন্দির পর্যন্ত দিল্লি মেট্রোর ম্যাজেটা লাইনের উদ্বোধন উপলক্ষে বোটানিক্যাল গার্ডেন মেট্রো স্টেশনে একটি ফলকের আরম্ভ উন্মোচন করেন তিনি। পরে, একজন সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার আগে এক সংক্ষিপ্ত মেট্রো সফরেও অংশ গ্রহণ করেন শ্রীনরেন্দ্র মোদী।

এই উপলক্ষে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে দেশবাসীকে ফ্রিসমাসের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী। দুই ভারতের পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিনের সঙ্গে এই দিনটি সম্পৃক্ত বলে উল্লেখ করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, উত্তর প্রদেশের জনসাধারণের কল্যাণে এক স্থায়ী ও শক্তিশালী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রীতি ও ভালোবাসার জন্য উত্তর প্রদেশবাসীর কাছে তিনি চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন।

শ্রী মোদী বলেন, আমরা বর্তমানে এমন এক যুগে বাস করছি, যখন সংযোগ ও যোগাযোগের বিষয়টি হয়ে উঠেছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পরিস্থিতিতে উদ্বোধন করা নতুন মেট্রো পথটি শুধু বর্তমান প্রজন্মকেই নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মগুলিকেও পরিষেবা দিয়ে যাবে। আগামী ২০২২ সালে দেশের স্বাধীনতার ৭৫তম বর্ষপূর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, তিনি এমনই এক স্বপ্নের ভারত দেখতে আগ্রহী যেখানে পেট্রোল আমদানির প্রয়োজন হবে ন্যূনতম। এই লক্ষ্য পূরণে অত্যাধুনিক গণপরিবহণ ব্যবস্থা একান্ত জরুরি।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীজি ২০০২-এর ডিসেম্বরে দিল্লি মেট্রোতে সফর করেছিলেন। এই ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিয়ে শ্রী মোদী বলেন যে, সেই সময় থেকে জাতীয় রাজধানী অঞ্চলে মেট্রো নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ ঘটেছে উল্লেখযোগ্যভাবে।

‘আমার কি’ এবং ‘আমাকে কেন’ – এই ধরণের চিন্তাভাবনা যদি মনের মধ্যে স্থান পায়, তা হলে সুপ্রশাসন ও সুপরিচালন যে কখনই বাস্তবায়িত হতে পারে না, একথা বিশেষ জোরের সঙ্গে ব্যক্ত করেন শ্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, তবে এই ধরণের মানসিকতার বর্তমানে অনেকটাই পরিবর্তন ঘটেছে। কেন্দ্রের বর্তমান সরকারের কাছে রাজনৈতিক মনোভা অর্জনের লক্ষ্য নয়, বরং জাতীয় স্বার্থেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ জরুরি বলে ঘোষণা করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, অতীতের সরকারগুলি নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করতেই গর্ববোধ করত। কিন্তু বর্তমান সরকার আগ্রহী অপ্রচলিত আইনগুলিকে বাতিল করার কাজে। কারণ, মাম্বাতা আমলের অপ্রচলিত আইন জরুরি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে অভিনন্দিত করে শ্রী নরেন্দ্রমোদী বলেন, সুপ্রশাসনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করায় এই রাজ্যটি উন্নয়নের এক নতুন উচ্চতায় আরোহণ করতে চলেছে। নয়ডা’কে ঘিরে যে সমস্ত রটনা ও জল্পনা-কল্পনা ছিল, তাদের করার কৃতিত্ব যোগী আদিত্যনাথের বলে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, যদি কেউ ভেবে থাকেন যে, কোনও একটি স্থান সফর করলে তাঁর মুখ্যমন্ত্রী পদের মেয়াদ কমে যাবে এবং ঐ স্থানটি সফর না করলে তিনি দীর্ঘদিনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন থাকবেন, তা হলে সেই ব্যক্তি কখনই মুখ্যমন্ত্রী পদের যোগ্য নন।

বেল পরিকাঠামো, সড়ক নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ এবং পুনর্বীকরণযোগ্য জ্বালানীক্ষত্রের ক্রমপ্রসারের মতো বিষয়গুলিও প্রধানমন্ত্রী স্পর্শ করে যান তাঁর এদিনের ভাষণে। শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীকে তিনি বর্ণনা করেন ‘ভারত মার্গ বিধাতা’ রূপে। তিনি বলেন, ভারতের উন্নয়ন লক্ষ্যের দিশারি হলেন অটলজি।

উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করে বলেন যে, দেশের রাজনীতিকে নতুনভাবে অর্থবহ করে তুলেছেন দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী। উন্নয়নের পথ ধরেই যে আমাদের আরও এগিয়ে যেতে হবে একথাও প্রবক্তা শ্রী নরেন্দ্র মোদী স্বয়ং।

(Release ID: 1514163) Visitor Counter : 11

